হেফাজত আমির আল্লামা আহমদ শফী আর নেই

হেফাজত আমির আল্লামা আহমদ শফী আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আলতাফ হোসেন যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় হেফাজত ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। এরপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে থাকা আল্লামা শফীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে শুক্রবার সন্ধ্যার আগে ঢাকায় এনে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় শতবর্ষী আল্লামা আহমদ শফী দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

সূত্র:যুগান্তর

সরকারি চাকরিতে বয়স ছাড়ে নির্দেশনা জারি

কভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে বিসিএস ছাড়া সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে চাকরিপ্রার্থীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক আদেশে ২৫ মার্চকে প্রার্থীর ৩০ বছর ধরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশনা দিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ‘২৫ মার্চের আগে নিয়োগের ছাড়পত্র গ্রহণসহ সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সত্ত্বেও কভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে যেসব দপ্তর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি, সেসব দপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ২৫ মার্চ তারিখের প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলো।’

এ আদেশটি জারি করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগের উপসচিব দীপংকর বিশ্বাসের স্বাক্ষরে। তিনি গতকাল রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘২৫ মার্চের আগে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য ছাড়পত্র নিয়েছিল শুধু সেসব বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারী চাকরি প্রার্থীরা বয়স ছাড় পাবেন।’ উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে ছাড়পত্র নেওয়া বিজ্ঞপ্তি যদি আগামী ডিসেম্বরেও প্রকাশ করা হয় তাহলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য থাকবে। তবে এখন যেসব প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য নতুন ছাড়পত্র নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না।’

যাঁরা উল্লিখিত শর্তযুক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে ২৫ মার্চ, ২০২০ তারিখকে ৩০ বছর ধরে হিসাব করা হবে। এভাবে আবেদনের যোগ্য বিবেচিতদের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে বলেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে ৩২ বছর। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোতে নিয়োগের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন

হেনস্থার অভিযোগ

আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ উপলক্ষে বর্তমানে পুরোদমে চলছে প্রচারণা। এরই মধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন সাবেক মডেল অ্যামি ডরিস। যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানকে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “১৯৯৭ সালে ট্রাম্প আমাকে জোর করে চুম্বন করেন। ঘটনাটা ঘটেছিল নিউ ইয়র্কে ইউএস ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ চলার সময় ভিআইপি বক্সে।”

ডরিস বলেছেন, “ট্রাম্প আমায় চেপে ধরেন। তারপর জোর করে তার জিহ্বা আমার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। ট্রাম্প এত জোরে চেপে ধরেছিলেন যে আমি ছাড়াতে পারছিলাম না। তার হাত আমার স্তন, পশ্চাৎদেশ সহ শরীরের সব জায়গা স্পর্শ করছিল। আমি বারবার তাকে থামতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি থামেননি।”

ডরিসের দাবি, “আমি সে সময় অনেককেই এই ঘটনার কথা বলেছিলাম। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।”
যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন অ্যামি ডরিসের বয়স ছিল ২৪ বছর। আর ট্রাম্পের ৫১। তিনি তখন দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন।

ডরিস এই সাক্ষাৎকার গার্ডিয়ানকে দিয়েছিলেন এক বছর আগে। তার অনুরোধ ছিল, তখন তা যেন ছাপা না হয়। তিনি বলেছেন, ট্রাম্প এই কাজ করার পরও ছাড়া পেয়ে গেছেন দেখে আমার খুব খারাপ লাগে।

ট্রাম্পের আইনজীবী গার্ডিয়ানকে জানিয়েছেন, ডরিস যা বলছেন তা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরকম ঘটনা ঘটলে তার তো সাক্ষী থাকবে। আগমী ৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে এই ধরনের অভিযোগ পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও একগুচ্ছ অভিযোগ এসেছিল। আমেরিকার কলামনিস্ট ই ক্যারল অভিযোগ করেছিলেন, ট্রাম্প তাকে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ট্রায়াল রুমে ধর্ষণ করেছিলেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের একটা ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তার খ্যাতি এতটাই বেশি যে, চাইলে যেকোনও মেয়েকে ধরে তার যৌনাঙ্গে হাত দিতে পারেন। ট্রাম্প প্রথমে এটাকে ‘লকার রুম ব্যান্টার’ বলে উড়িয়ে দিয়েও পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তবে প্রশ্ন হল, ডরিস এতদিন পরে কেন এই অভিযোগ করলেন? তার বক্তব্য, “এই ধরনের ঘটনা কারো সঙ্গে ঘটলে সে তখন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। আমিও হয়েছিলাম। এখন আমার দুই মেয়ের কাছে রোল মডেল হতে চাই। তাই বলছি।” সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, ডয়েচে ভেলে

হাসপাতালে আল্লামা শফি

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেশের শীর্ষ কওমী আলেম আল্লামা আহমদ শফি।

বৃহস্পতিবার রাতে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাত সাড়ে ১২টায় আল্লামা শফিকে নিয়ে একটি গাড়ি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পথে রওনা দেয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন।

হাটহাজারী মাদ্রাসার একাধিক সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে আল্লামা শফির স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। এরপর তাকে চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, দেশের শীর্ষ কওমী আলেমা আল্লামা আহমেদ শরীরের বাসা বেঁধেছে নানান রোগ। ১০৫ বছর বয়সী এ প্রবীন আলেম ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপসহ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন। ফলে প্রায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়।

গত কয়েক মাসের একাধিকবার শরীরে নানা জটিলতা দেখা দিলে চট্টগ্রাম ও ঢাকার হাসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসা নিতে হয় বড় হুজুর খ্যাত আল্লামা শফিকে।

আইসিইউতে অ্যাটর্নি জেনারেল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আজ ভোরে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে অ্যাটর্নি জেনারেলকে দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত অ্যাডভোকেট মাসুদ মিয়া জানান, ভোরে অ্যাটর্নি জেনারেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় গত ৪ সেপ্টেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেলকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন,কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ‘যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয়’ দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনেক সমালোচনা অনেকে করে যাচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে যে কাজগুলো করার দরকার ছিল, সেটা কিন্তু যথাযথভাবে করা হয়েছে বলেই কোভিড-১৯

কে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি।

ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকার মূল্যায়ন করে সরকার প্রধান বলেন, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এই মহামারীর মধ্যেও যে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, আর তা করতে গিয়ে অনেকের যে মৃত্যুও হয়েছে, সে বিষয়টি সবাইকে ‘মাথায় রাখতে’ অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সমালোচকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে এক শ্রেণির লোক থাকে, সমালোচনা করাটাই তাদের অভ্যাস। পান থেকে চুন খসলে অনেক কথা বলবে, কিন্তু নিজেরা কিছু করবে না।’

সমালোচকদের উদ্দেশে সরকার প্রধান বলেন, আমি তো বেসরকারি টেলিভিশন অনেকগুলো দিয়ে দিয়েছি, তারপরে আছে বিদ্যুৎ। আর এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি। এরা এক সময় সমালোচনা করেছিল, সেই ডিজিটাল বাংলাদেশেই আমাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার তারা চালাতে থাকবে, সেটা বলুক।

অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কেন্দ্রে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামসহ বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: যুগান্তর

দেশে করোনায় আরও ৩৬ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৫৯৩

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটির সংক্রমণে সর্বমোট চার হাজার ৮৫৯ জন

মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ে হালনাগাদ তথ্য জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমন খবর পাওয়া গেছে।

এতে বলা হয়েছে, গত একদিনে ১৩ হাজার ৬৭৩ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার ৫৯৩ জন। এতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৪৪ হাজার ২৬৪ জনে।

এ সময়ে দুই হাজার ৪৪৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাদের নিয়ে ভাইরাসটিতে থেকে মোট সেরে উঠেছেন দুই লাখ ৫০ হাজার ৪৩১২ জন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ, ২৬ আগস্ট তা তিন লাখ পেরিয়ে যায়। এর মধ্যে ২ জুলাই চার হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

৭ সেপ্টেম্বর সেই সংখ্যা সাড়ে চার হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

সূত্র: যুগান্তর

আগাম ঘোষণা ছাড়াই পেঁয়াজ রফতানি বন্ধে ভারত অনুতপ্ত: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আগাম ঘোষণা না দিয়ে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করায় অনুতপ্ত ভারত। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন।

পেঁয়াজের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের রফতানি বন্ধ না করতে ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছিল বাংলাদেশ। রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও তা আগেই জানানোর অনুরোধও ছিল। দুই দেশের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল।

কিন্তু ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় সোমবার হুট করে পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপরই দেশে পেঁয়াজের বাজার অস্থির হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার খোলাবাজারে ন্যায্যমূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেছে।

এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, পেঁয়াজ রফতানি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ভারতের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। তবে ভারত আগাম ঘোষণা না দিয়ে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুতপ্ত বলে আমাদের জানিয়েছে।

এদিকে এক বছরের মাথায় দেশের বাজারে পেঁয়াজ নিয়ে আবার কারসাজি শুরু হয়েছে। এবারও চিহ্নিত সিন্ডিকেটটি পেঁয়াজের বাজার জিম্মি করে ফেলেছে। সোমবার ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই সক্রিয় হয়ে ওঠে ওই চক্রের সদস্যরা।

তাদের কারসাজিতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে কেজিপ্রতি পেঁয়াজের দাম ১২০ টাকা পর্যন্ত ওঠে। হাতিয়ে নিয়েছে কয়েকশ’ কোটি টাকা। সরকারের নানা পদক্ষেপের পরও এখন পর্যন্ত আসেনি তেমন কোনো ইতিবাচক ফল।

তবে বাজারে ক্রেতা কম থাকায় বুধবার আগের দিনের তুলনায় পেঁয়াজের দাম পাইকারি ও খুচরা বাজারে কেজিতে ১৫-৩০ টাকা কমেছে।

এদিন পাইকারি বাজারে একদিনের ব্যবধানে দেশি পেঁয়াজ কেজিতে ২০ টাকা কমে বিক্রি হয়েছে ৭৫ টাকা। আর আমদানি করা পেঁয়াজের কেজিতে ১৫-২০ টাকা কমে বিক্রি হয়েছে ৫৫-৬০ টাকা।

খুচরা বাজারে কেজিতে দেশি পেঁয়াজের দাম ২০-৩০ টাকা কমে বিক্রি হয়েছে ৯০-১০০ টাকা। আর আমদানি করা পেঁয়াজ কেজিতে ১৫ টাকা কমে বিক্রি হয়েছে ৮০-৮৫ টাকা।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, পেঁয়াজ আমদানিকারকদের একটি গ্রুপ সব সময় ওতপেতে থাকে কখন ভারত রফতানি বন্ধ করে দেয়। অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা অজুহাতের অপেক্ষায় থাকে ওই চক্রটি।

সৃষ্টি করে কৃত্রিম সংকট। রাতারাতি অস্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়ে দেয়

পুরনো সিন্ডিকেট আবারও সক্রিয় হয়েছে।

পেঁয়াজ নিয়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে গত বছর একটি চক্র মানুষকে জিম্মি করে অর্থ লুট করেছিল। এদের চিহ্নিত করার পরও ওই সময় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়নি। যে কারণে এবারও তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পেঁয়াজের নতুন মৌসুম আসতে এখনও ৬ মাস বাকি। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে নতুন দেশি পেঁয়াজের জন্য।

সূত্র: যুগান্তর

মানবসম্পদ সূচকে এবার বাংলাদেশের ৪৬ পয়েন্ট

মানবসম্পদ সূচক-২০২০ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্ব ব্যাংক। ১৭৪টি দেশ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের নতুন এ মানবসম্পদ সূচক অনুযায়ী, ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে নিচের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ৫২তম। `The Human Capital Index 2020 Update : Human Capital in the Time of COVID-19′ শিরোনামে প্রতিবেদনটি চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত বা দেশে করোনা সংক্রমণের আগের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদনটি।

এই সূচক অনুযায়ী, সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে বা খারাপের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক রাষ্ট্রটি, তাদের পয়েন্ট ২৯। তারপর যথাক্রমে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে চাঁদ, ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ সুদান, ৩২ পয়েন্ট নিয়ে নিগার ও ৩২ পয়েন্ট নিয়ে মালি।

মানবসম্পদ সূচকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে বা প্রথম স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। তাদের পয়েন্ট ৮৮।
৮১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চীনের হংকং।

৮০ পয়েন্ট নিয়েই তারপর যথাক্রমে অবস্থান করছে জাপান, কোরিয়া, কানাডা, ফিনল্যান্ড, চীনের ম্যাকাও ও সুইডেন।
নবম ও দশম স্থানে যথাক্রমে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে আয়ারল্যান্ড এবং একই পয়েন্ট নিয়ে নেদারল্যান্ডস।
৭০ পয়েন্ট নিয়ে ৩৫তম স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে ৪৫তম স্থানে চীন এবং ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে ১১তম স্থানে যুক্তরাজ্য।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। ৪১ পয়েন্ট নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থান ৩১তম এবং ৪০ পয়েন্ট নিয়ে আফগানিস্তানের অবস্থান ২৭তম।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান ১০৪তম।

সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে নিচের দিক থেকে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে ভুটান ৫৪তম, একই পয়েন্ট নিয়ে মিয়ানমার ৫৫তম, ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে ভারত ৫৯তম, ৫০ পয়েন্ট নিয়ে নেপাল ৬৬তম।

সূত্র- কালের কন্ঠ

খালেদা জিয়ার বড়পুকুরিয়া মামলার অভিযোগ গঠন পেছাল

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১১ আসামির বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৭ নভেম্বর ধার্য করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কেরানীগঞ্জ কারাগারে নবনির্মিত ২ নম্বর ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক এ এইচ এম রুহুল ইমরান আসামিপক্ষের সময় আবেদন মঞ্জুর করে এ তারিখ ধার্য করেন।

আজ মামলাটি অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। এজন্য

তাঁর পক্ষে সময় আবেদন করেন মাসুদ আহম্মেদ তালুকদার। শুনানি শেষে বিচারক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী অভিযোগ শুনানির এ তারিখ ধার্য করেন।

এ মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। জামায়াত নেতা নিজামী ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে আসামি ১১ জন। সম্প্রতি আরেক আসামি ব্যারিস্টার আমিনুল হক মারা গেছেন।

আসামিরা হলেন খালেদা জিয়া, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার মো. আমিনুল হক, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল আহসান, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন।

২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক। শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম।

সূত্র- কালের কন্ঠ